কবিতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

"The soul is dead that slumbers."
Longfellow

কলিকাতা।
৩৫ বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা,
রায় যন্ত্রে,
শ্রীবিপিন বিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত,
এবং
১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্ ডিপজিটরীতে
প্রকাশিত।

১২৮৬ সাল।

কবিতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাশী-দৃশ্য।

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,—
জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে !

শোভিছে সলিল-কোলে সারি সারি সাজিয়া
শত-সৌধ-চূড়া-মালা—
কপালে কিরণ ঢালা,
স্তম্ভ'পরে স্তম্ভথর,
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর,
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া !

উঠেছে সলিল-গর্ব্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অর্দ্ধনীরে প্রসারি।

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে–
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের বেণী চলে,
উর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী,
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলকূলে সরীসৃপ বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কলকল্
করে জাহ্নবীর জল ;
দিগন্তে সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে।

প্রাণীময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত !
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে
পথে, মঠে, স্থলে, জলে,

কত বেশে নারীনর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

অই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা,"
শূন্য ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া* মস্‌জীদ্ অই, আলম্‌গীর পাহারা †।

অই দিল্লীশ্বর-ছায়া—তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা-ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,

---

* বস্তুতঃ চারিচূড়া, কিন্তু দুইটীই অত্যুচ্চ, দূরলক্ষ্য, এবং সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

† দুর্দ্দান্ত মোগল সম্রাট আওরাংজীব কাশীর অনেক হিন্দু মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই একটী প্রধান মস্‌জীদ এখনও দেদীপ্যমান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির ছিল। মস্‌জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির স্থাপনা হইয়াছে; তাহাকে "মাধোজীর ধরারা" বলে। যেখানে এখন মস্‌জীদ, পূর্ব্বে ঐখানে মাধোজীর ধরারা ছিল, সে জন্য কেহ কেহ ঐ মস্‌জীদকেই মাধোজীর ধরারা বলিয়া পরিচয় দেন।

শতচূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিম্বা ক্ষুদ্র যেন সফরী !

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহরাজকীর্ত্তি—খ্যাত সর্ব্ব স্থান ;

অঙ্কিত কতইরূপ দেহেতে উহার
গ্রহাদি নক্ষত্রগতি
গণনার সুপদ্ধতি,
গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের "গ্রীন্ উইচ্" অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন র্যস্ম্য শত-কায়,
সুবর্ণমণ্ডিত-চূড়া দেউলের পরশে !

কাশীমধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি—
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা,
অই মন্দিরেতে লিখা,
অনন্তকালের কোলে জ্বলে অই দেউটি !

এ দিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজি উপরে
অর্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক'রে
যেন বায়ুস্তর ধ'রে
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া* বিরাজিছে অন্তরে ;

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা—
শূন্য-কোলে রেখা মত
তরুশ্রেণী সারি যত,
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধরা,
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা !

* রামনগরের দুর্গামন্দির।

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী-সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি,—
যেন সলিলেতে ভাসি ;
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে।

পুরাণের ব্যাসকাশী ছিল অই ভুবনে,
অই চইতের গড়, *
বুরুজ-গম্বুজ-ধড়
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি চিত্রে আঁকা,
কাশীরাজ নিকেতন অই "সিংহ"-ভবনে।

হে দুর্গে দুর্গতিহরা কাশীশ্বর-গৃহিণী—
ভিকারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্য'পরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিব-মোহিনী ?

---

* কাশীরাজ চইৎ সিংহ লাট ওয়ারিন্ হেষ্টিঙ্গের শাসন কালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সমগ্র অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কেল্লা বর্ত্তমান কাশীরাজের নিকেতন।

বিশাই গঠিলা কিনা জানি না এ নগরে,
দেখি নাই ফ্রাঁসীপুরি
"পারিস্"—ধরাসুন্দরী ;
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে।

যাই থাক্ তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখী-পালিকে !

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসার
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার
আশা করে সে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে।

আমিও ভিকারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,

কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে ?—
দু'ধারে বরুণা, অসি,
অই কাশী—বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।

শিশুর হাসি।

কি মধু মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্তে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন ?
সৃজিলে কি নিজ-সুখে ?
কিম্বা, বিধি, নরদুখে
মনে করে,—ও হাসিটি করেছ অমন ?
জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি ?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে ?

নবনীর সর ছাঁকা,
সুন্দর শরত রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ?

ফুলের লাবণ্য বাস
অথবা শিশুর হাস,
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ !

ছিল কি হে নরজাতি-সৃজনের আগে
এ কল্পনা তব মনে ?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে ?

দেখায়ে ছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ?
কি বলিল তারা সবে
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?

কিম্বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভোলে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল-মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই !

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন

মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ করে বুক! .

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের ঊষা,
অই অমরের তৃষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে!

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে করো না কালো,
অতুলনা দীপ উটি—নিও না ও হাসি।

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিয়!

ভাস্ রে চাঁদের কর—হাস্ রে প্রভাত,
ডাক্ পাখী প্রিয় সুরে
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত;

উঠুক্ মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক্ "অর্গান," বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক্ নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—
কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায় ;
জগতে কিছুই নাই উহার মতন !

কি মধুমাথানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?

গঙ্গার মূর্ত্তি* ।

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা
কাহার রচিতা মূরতি অই ?
চন্দ্রবিভাস বদনমণ্ডলে
কর্পূরে যেন শশী খেলই !
শান্তনয়নে শান্তি উথলে,
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল রাগ,

* রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি সুন্দর গঙ্গার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

শঙ্খ-লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলিদাগ,
দক্ষিণ বামেতে ঊর্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণকলস কমল তায়,
অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয়,
রক্ত-রাজীব চরণ-প্রতিমা
শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,
শান্ত-নয়না শান্ত-বদনা
প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে !—
কে তুমি বরদে বরাঙ্গধারিণী ?
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ?
কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে
কাহারে দিতেছ অভয় বরে ?
আছ কতকাল এ মর-ভবনে,
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?
জীয়ন্ত-জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার ?
পরকালে যদি পাতকী তরাবে,
তবে কেন এলে অবনী'পরে,

কত পাপী-প্রাণ পাপের জরাতে
ধরাতে তাপিয়া জরিয়া মরে !
মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি ?—
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব-দুখ ?
বল গো বরদে বল গো সে কথা,
হৃদয়মণিতে গাঁথিয়া রাখি ;
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন উড়াবে পরাণ-পাখী।
সান্ত্বনা বিলাতে দেবের সৃজন,
না যদি বলিবে—কি রূপে তবে
চপল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ?
কেন নিরুত্তর ? হে বরবর্ণিনী
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়া হও ?
বল-বল যেন মুখের ভঙ্গিমা
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ?
অথবা তুমি সে কেবলি পাষাণ—
অসাড় অহৃদি মমতাহীন,

বারি বায়ু মত সদা অচেতন
জান না চেতন প্রাণীর ঋণ!
কিবা সে এখন কালের প্রভাবে
অজীব হয়েছ—অজীব যথা
সৌন্দর্য্যভূষিত শরীরী-পরাণী
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা!
মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা—
এখনও যেন সে জীবন-চন্দ্রমা
সর্ব্বঅঙ্গথরে করেছে রাকা!
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণা?
নাহি কি তোমার বিনাশগতি?
ভূত-কাল-ছায়া নাহি কি পরাণে—
নাহি কি তোমার ভবিষ্য-রাতি?
হায় রে পাষাণী পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ্!

—

চিন্তা।

হে চিন্তা, উদয় তোর
কেন রে ?
কি হেতু মানব-মনে
এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে
হেন রে ?
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও ?
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও !
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন—
চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে—
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন !

কি খেলা খেলাতে এসো, কি খেলায়ে যাও ?
খেলা সাঙ্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?—
লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন !
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে,
তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন !

এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল
ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল,

চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে
আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল!

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,
কত বেশে দেখা দাও ভুলায়ে ভুলিয়া!
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন
সঙ্গে করি লয়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্র-মালা—কতই ভুবন!

এই দীপ্ত প্রভাজালে জড়িত করিয়া
অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্র অনন্তে তুলিয়া,
দেখাও কতই লীলা—কতই লহরী
তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়া রঙ্গে,
কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা সুন্দরী!

আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে,
ঘুরায়ে পৃথিবীময় সাগর অচলে
কত রূপ ধরি, চিন্তা, কর রে ভ্রমণ—
নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্তে, কর রে রঞ্জন!

নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবশা
নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা

বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণী,
কখনও উজ্জ্বল হাস, কখনও বা পরকাশ
ভয়ঙ্করী কালিমায়—ঘোর কলঙ্কিনী।

কখনও বা দিবাভাগে জাগ্রত-স্বপনে
সজ্জন-পদাঙ্ক-রেখা লিখিয়া কিরণে
আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও—
তখনি মুছিয়া তায় কুপথের দোলনায়
ইন্দ্রিয়-খেলনা ল'য়ে আনন্দে খেলাও।

কখনও নৃপতি-ভাবে বসাও আসনে,
কখনও সুযশমাল্য সহাস্য বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দেও—পুনঃ কতক্ষণে
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায়
আসিয়া দেখাও ভয়, ওলো কুলক্ষণে।

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়
লইয়া শাসন-নীতি নানা লীলাময়,
কভু ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়
উৎসুক নয়ন পথে, তোল কত মনোরথে—
জড়িত কতই আশা, কত খেদ ভয়!

কার রাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যায়,
উদয় অস্তের গতি কিরূপ কোথায়,
কতবার কাণে কাণে শুনাইলে, হায়,
হে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ গতি
ফেরে না কি, ফিরাইলে নূতন প্রথায় ?

কত জান, ও সুন্দরী, খেলার ভঙ্গিমা—
কত নৃত্য বাদ্য গীত, কতই রঙ্গিমা—
ভুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা !
এই আপনার তরে পরাণে কেমন করে,
আবার হৃদয়ে পরে পরের প্রতিমা !

শুধু কি আমারি চিত্তে এরূপে খেলাও,
কিম্বা সকলেরি মন এমনি ভুলাও
বাঁধি সূক্ষ্মতম ডোরে—হাসাও, কাঁদাও ?
বল লীলাময়ী, চিন্তে, সবারি কি মন-বৃন্তে
এমনি ভাবনা-ফুল নিয়ত ফুটাও ?

অন্ধকারে আততায়ী লুকায়ে যখন
আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন,
যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন,

তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেইক্ষণে,
শুনাও তাহার কাণে তোমার ক্রন্দন ?

কি বলো, রে চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে
নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে
হেরে পিতা-মাতা-মুখ—যেন বা স্বপনে !
কি বলো রে সে পিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায়
দেখা দেও, বহুরূপী, কি রূপ ধারণে ?

কি রূপে বা দেখা দেও নবীনপ্রণয়ী
দম্পতি নিকটে তুমি—যবে মায়াময়ী
সুখের লহরী চলে মৃদুমন্দ বহি !
অথবা নিকটে যবে শিশু আ'সে হাস্যরবে,
হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী ?

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনন্ত রে তুই
রে চিন্তা ;
অকূল কালের মত বহ তুমি অবিরত,
আদি কোথা, অন্ত কোথা, কে জানে রে তোর,
রে চিন্তা ?
জানি না রে কতকাল ধরার সৃজন,
জানি না কতই যুগ মনুষ্যজীবন

চলেছে এ ধরাতলে—কিরূপে কেন বা চলে;
জানি কিন্তু, চিন্তা, তুই করিস ভ্রমণ

এইরূপে চিরকাল, মনের মন্দিরে,
হাসায়ে কাঁদায়ে রাজা, কিবা সে বন্দীরে;
না জানিস্ জাতিভেদ না মানিস্ বেদাবেদ
কাফর্, মোগল্, হিন্দু সবে তোর বন্দী রে!

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান জ্ঞান,
পৃথিবী, পর্ব্বত, নদ, আকাশ, গীর্ব্বাণ,
সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর
চপলার মত খেলা—প্রদীপ্ত—নির্ব্বাণ!

হে চিন্তা,

কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈলা সত্যব্রত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন!

কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডব-মহিলা
সভাতে আইলা যবে ভীতা লজ্জাশীলা,
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদায়ে পাণ্ডবদল—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন!

যখন "কার্থেজ্"-ভস্মে বসি "মেরায়স্" *
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ,
রোমক ব্রহ্মাণ্ড-লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন
যবে "এণ্টয়িনেট্" † ভুলি রাজত্ব-স্বপন
এক ত্রিযামার কালে দুরন্ত উদ্বেগ জালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ !

---

* সল্লা এবং মেরায়স্ এক সময়ে রোমক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-নিয়ন্তা ছিলেন। উহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতানিবন্ধন মেরায়স্ রোম হইতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ্ নগরীর ভস্মরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও কার্থেজের অস্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য্য পরিলোচনা করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন। এমৎসময় প্রদেশীয় প্রীটরের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার প্রেরিত একজন চর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মেরায়স্ তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে এইমাত্র বলিও যে তুমি মেরায়স্‌কে কার্থেজের ভস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ।

† অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিদ্রোহী প্রজারা তখনকার ফরাসীনৃপতি ষষ্ঠদশ "লুইসের" এবং তাঁহার লাবণ্য-

হে চিন্তা,

অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,

ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক নহ শ্রান্ত

মানব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ—

বহুরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ !

গঙ্গা।

কোথায় চলেছ তুমি

গঙ্গে ?

শাল, পিয়াল, তাল,

তমাল, তরু রসাল,

ব্রততী-বল্লরী-জটা—

সুলোল-ঝালর-ঘটা,—

ছায়া করি সুশীতল

ঢেকেছে তোমার জল

বতী যুবতী ভার্য্যা "মেরি এণ্টয়িনেটের" শিরশ্ছেদন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা দুইজনেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাবাসের সময় রাজ্ঞী "এণ্টয়িনেট" এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে এক দিনের মধ্যেই তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের ন্যায় শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

চলেছে অচলরাজি ধারানীর-অঙ্গে
কোথায় চলেছ তুমি
গঙ্গে ?

কল-কল-কল-স্বর
ধারা-জলে-নিরন্তর—
বিশাল বিস্তৃত ধারা,
সমতল তৃণহারা
ধরণী চলেছে সঙ্গে,
দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে
বট, বেল, নারিকেল,
শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল,
অরণ্য, নগর, মাঠ,
গবাদি-রাখাল-নাট
প্রফুল্ল করেছে কূল নীরধারা সঙ্গে—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ
পাটিকেলে হর্ম্ম্যপট

কূলধারে সারি সারি,
ধারাজলে নর নারী
ঢেকেছে সোপানকুল—
ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল!
কল-কল-নর-ভাষা
হৃদিকোষ-পরকাশা
হাস্য রব স্তুতি গানে
তুলেছে তোমার কাণে
নগর পল্লীর সুখ, বিমল-তরঙ্গে;—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে?

বাণিজ্য-বেসাতি-পোত
ভাসায়ে চলেছে স্রোত,
তরি ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি, করি খেলা,
নাচায়ে চলেছ অঙ্গ—
ধবল ধীর তরঙ্গ
দুলিয়া দুলিয়া সুখে
নর-নারী-গ্রীবা-মুখে

ছড়ায়ে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

ফুলদাম, ফুলথর,
দীপরাজি হৃদি'পর—
আকাশ-অলক-মালা
হৃদয়-মুকুরে ঢালা,
অরুণ-কিরণ-ভাতি,
শশধর, জ্যো'স্না-পাঁতি,
বায়ুগন্ধ, পরিমল,
পানিবক, মীনদল,
শঙ্খ, শুক্তি, কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে ?
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী
গঙ্গে ?

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,
প্রাণী-দেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই, মজ্জা নাই,
অন্তঃ-হীন—চিন্তা-হীন,
স্বাদাহ্লাদ—দ্রাঢ্য-হীন—

জীবন-সঙ্গীত-হীন নর নারী বঙ্গে!
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে
গঙ্গে?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্য-তোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল?
বিস্তারি গভীর জল
কেন কর কল কল?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ী, সে মহিমা-রঙ্গে!—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী
গঙ্গে?

ভগীরথে দিয়ে কূল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখলে গতি
ভবে এসে ভাগীরথী?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে

দেহাঞ্জন নাহি রয়
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে!—
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে
গঙ্গে?

পরহিতে ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতিপল—
ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল,
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত-চিন্তা-ব্রত
তরঙ্গিনী, তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতকহরা!
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে!—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে!

পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারত-তল;
সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্ব পাপসংহারিণী,
সর্ব্ব শোক-তাপ-হরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,
নিস্তারিণী ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমা গতি"—উদ্ধার গো বঙ্গে!—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে?

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ-আরাধনা
সাধুক্ নিজ-সাধনা;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক্ তোমার জল
হৃদয়ে অঙ্কণ করি
তোমার দীক্ষা-লহরী,

চলুক্ তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক্ চিত্তের কারা ;
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !—
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী
গঙ্গে ?

বিন্ধ্যগিরি। *

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে ;
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে বিন্ধ্য পর্ব্বত অহঙ্কৃত হইয়া এককালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, সূর্য্যাদির গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার গুরু অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাহাতে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু দর্শনে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য প্রণত হইলে ঋষি কহিলেন—যাবৎ আমি দক্ষিণদিক হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক। তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদবধি সেই প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগস্ত্য-যাত্রা বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে তাহাও এই প্রবাদমূলক।

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,—
তুমি কি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন !
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন !

উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
পুনঃ তেজে তোল মাথা,
পুনঃ বল সেই কথা,
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন ;
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন,—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে তমন—
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন।

সূর্য্যপথ রোধিবারে
উঠেছিলে অহঙ্কারে,
সে শক্তি আছে কি আর ?
ধর দেখি একবার
যে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন !
অৰ্দ্ধপথে উঠ তার
তবে বুঝি অহঙ্কার !
এ আলো সে আলো নয়,
এ রবি সে রবি নয়—
এ জ্যোতি ভারতে কভু হয় নি পতন !

এই জ্যোতি ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক্ নূতন জ্ঞান,
ধরুক্ নূতন প্রাণ,
নূতন স্বপনে সবে দেখুক্ স্বপন !—
নীল-অজকরকায়া কর উত্তোলন !

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরেছে,
উড়েছে নব নিশান,

ছুটেছে আলো-তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে !

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?—
“নিশির প্রভাত নাই”
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবীবেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের ;
ফের্ এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ ;—

যাবে আগে—যাবে সদা,
অন্যথা নহিবে কদা,

চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চির জাগরণ।

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধ'রে তার পথ-ছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শূন্য কর রে ধারণ—
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ,
উদয়ের মূলস্তম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে,
কত না ভাবিতে হবে,
সে জ্বালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এখন !

ভুলিতে হ'বে আপন,
ভুলিতে হ'বে স্বপন,
জাগাতে হ'বে জীবন,
তবে সে পারিবে

ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে;

জ্ঞানের শকতি লভে
জগতে যুঝিতে হ'বে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে!

জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার-পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন!

না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত,
কেবা পথে লয়ে যে'ত—
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জ্জন!

মুখে বল জয় জয়,
ধর ধ্বজা শিলালয়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ,
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখো রে স্মরণ—

হে ভারতব্যাপী-গিরি রেখো রে স্মরণ
ভবিষ্যৎ-পারাবার
পার হ'তে অন্য আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত-জীবন-খেলা
একত্রে ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন !

বল হে গুরুর জয়,
তোল মাথা, সন্ধ্যালয়,
ভোল সে পুরাণ কথা,
ধর নব গুরু-প্রথা—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন,—
উঠ উঠ গিরিবর-করো না শয়ন ।

কুম্ভজন্ম যে অগস্ত্য *
সে কি তোমা কৈলা ন্যস্ত
অই ভাবে থাকিবারে,
বলিলা কি সে তোমারে
চির-তরে থাকিবারে ?—ত্যজ সে বচন।

আমি তোমা দিনু বর
পুনঃ উঠ গিরিবর,
ভারত-সন্তান-নাম
জানুক এ ধরাধাম—
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন !

উঠ উঠ বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ-রাজ্ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে ;

---

* প্রবাদ আছে যে অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন !—
জাগাতে তোমারে হের অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ-রাজ্ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

মণিকর্ণিকা। *

কোন কালে—এই কথা শুনি লোক-মুখে—
শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে—

---

* কাশীর "মণিকর্ণিকা" কুণ্ডের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত হইল তাহা এক-জন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল গ্রহণ করি নাই; স্থূল-ভাগটীমাত্র গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডার নিকট যে বিবরণ শুনিয়া-ছিলাম তাহা এই;—মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন, একদিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মানুষ মরিলে পর তাহার কি হয়? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা

"বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা-ধন্য কাশী
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,
বল, দেব, কিবা মোক্ষ লভে কাশী-বাসী
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায়।

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু
মরিলে কি হয় পরে, কোথায় নিবাস,
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,
মোক্ষ-প্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস ?

স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপজপব্রতাদিই বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ হওয়ায় শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্ব্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থস্থান ছিল সেইখানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিব শিবা দুই জনেই দরিদ্র-বেশে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা উহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেয় নাই; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল। স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে "কর্ণিকা" ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে "মণি" ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম "মণিকর্ণিকা" হইয়াছে।

জীবরূপে কাল-সঙ্গে খেলে কি তাহারা,
খেলে যথা প্রাণীরূপে থাকিয়া ধরায়,
অথবা মুক্তির ফল—ত্যজে দেহ-কারা
লীন হয় প্রাণীগণ তোমার প্রভায় ?”

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ
“হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথা
দুর্ব্বোধ—দুর্জ্জেয় অতি, অপার—অশেষ,
সে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ;

জপ কর, কর তপ, সঙ্কল্প-সাধন,
নিত্য-ব্রত শুদ্ধ চিত্তে কর মহামায়া,
দূরগত পরকাল-প্রণালী কেমন
বাসনা করো না চিতে ধরিতে সে ছায়া।

সুখের অবনীতল, দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয় !
জগৎ সৃজিত, শিবে, সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্ব সুখময়।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখেনা ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ—

মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি হিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ ।

দিবা নিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে কেহ না পায় বিচারি ;

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা,
কিন্তু শিবে, না থাকিলে ধরাতে সর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো না ক সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী ।"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা
হাসিলা ঈষৎ মৃদু, কহিলা তখন
"বুঝিলাম বুঝাবে না বিধির সে লিখা,
তপস্যায় থাক, প্রভু, যাই অন্য বন ।"

"হইও না মলিনমনা নগরাজবালে
তপস্যা নহিলে শেষ সে গূঢ় বচন
বুঝিবে না ক্ষেমঙ্করী—বুঝাইব কালে ;
এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্য কাশীধামে চল গিরিবালা,
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূরাও বাসনা,
সুপথে লইতে নরে নাশি চিত্ত-জ্বালা
ভবের মঙ্গল-সেতু করহ স্থাপনা,

রত যা'তে থাকে জীব নিত্য-সদা কাল
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক তাপ,
ঘুচায়ে মনের মলা মায়ার জঞ্জাল,
পরমার্থ-পথে পশি করে সদালাপ।"

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপঃরূপ
উপনীত কাশীক্ষেত্রে—চক্রতীর্থ নামে
বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত যেথা শুদ্ধ কূপ,
স্নানে রত লোক যাহে শুদ্ধি মুক্তি কামে।

গিরীশ গিরীশজায়া আসিয়া সেথায়
বসিলেন কূপপার্শ্বে ধরি নররূপ—
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়
ধরিলেন জরা-দেহ যেথা সিদ্ধ কূপ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর,
নাসিকা নয়ন ভুরু সুচারু গঠন—

পরিধানে চীরবাস উরস উপর
চরণ যুগল কুষ্ঠে কুচ্ছিত দর্শন ;

ক্ষত গন্ধে মক্ষিকায় করেছে বিব্রত,
অঙ্গেতে দারিদ্র্য-মলা ঢেকেছে কিরণ,
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত
মক্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন।

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কূপেতে
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান।
সোপানে চরণ-তল স্থাপন নহিতে
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান ;

"অপবিত্র হ'বে কুণ্ড, না ছোঁবে অপরে
দূষিত হইবে বারি"—কহিলা সকলে
ভৎর্সনা করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে ;—
দুঃখে শিবা চাহিলেন শিবমুখতলে।

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায়
"চক্রতীর্থ শুনি ইহা—একুণ্ডের জলে
সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায়
কি দরিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ঠ দুর্ব্বলে,

কেন নিরাবিছ এরে ?—পুণ্যে হন্তারক
যে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক
দুঃখিত পতিত নিত্য সেই পাপমতি ;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার দুহিতা
ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়,
নৃপতি কৃপণ ধনী সবার সেবিতা
ও চরণ-সরোজিনী সুরের আশ্রয় ;

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গ পরশে
আর্য্য মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে,
ভরিবে ভারত-স্থান এ কূপের যশে,
নামিতে ইহারে দেও এই কুণ্ডজলে।”

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূরে জটাপাশ
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী
বিনয় মিনতি করি স্তুতি কৈলা কত ;

দরিদ্র-ক্রন্দন করে পরচিত্ত-ক্লেশী !—
উড়াইলা উপহাসে শিবা বলে যত।

বিস্তর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,
শিব শিবা প্রবেশিলা কুণ্ডের গহ্বর
স্নান করি সুপবিত কৈলা কূপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন
ঘেরে চারিধারে লোভী আকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ,
বলে স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন
স্নানের দক্ষিণা দান নহে গতক্ষণ।

কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দ্দক,
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন ;
"যা ছিল শ্রবণে " কর্ণি " তাম্রের বালক
কূপের সলিল গর্ত্তে হয়েছে পতন।"

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব ঈশ
"আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিনু যখন স্নানে জটার বঁড়িশ ;"—
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজ বেশ
" রজতগিরি সন্নিভ " শরীরের ছটা,
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিরে কল্লোলিনী-গঙ্গা-বিভাসিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরমা মূর্ত্তি আপনার
মস্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন,
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,
চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন !

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম
কহিলেন সদানন্দ বিরুপাক্ষরূপ—
"আজি হৈতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাম
"মণিকর্ণিকার" নামে খ্যাত হবে কূপ।

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির-ভিতরে
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী ;
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে
স্নান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

ইউরোপ্ এবং আসিয়া।

আবার উঠিছে অই রণবাদ্য-ঘোষণা!
শোণ হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দূকুশ*-চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা!

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা;
আতঙ্কে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা!

উড়িল পাঠান-রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে—
সমভূম ভস্মছার
অর্দ্ধেক "বালাহিসার",
"সূতর্‌গর্দ্দান্"-শিরে "হাইলণ্ডর" বিহারে!

---

* আফ্গানস্থানের উত্তর সীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী।

"সের আলি", "ইয়াকুব", "দোরাণী" অফ্‌গানা
"ঘিলিজি"-"হেরাটী"-দল
পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক,
"আইরিশ্", গুরুখা, শিখ্,
পাহাড় পর্ব্বত ছিঁড়ে দউড়ে তোপ্‌খানা !

ইংরাজ আফ্‌গানে খালি নহে এই যোঝনা,
জানিহ ভারতবাসী
"ইউরোপ্" "আসিয়া" আসি
এ রণ-তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি-তুলনা !

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে
হের তুরস্কের গায়
"প্লেভানা"-দুর্গ* যেথায় ;
চমকি ধরণীতল
শিরে বাঁধি যশোজ্জ্বল
লুটাইল "অসমান্"† রুসিয়ার চরণে !

---

* সম্প্রতি রুসিয় ও তুরস্কদিগের সহিত এইখানে শেষ যুদ্ধ হয়।

† তুর্কিসেনাপতি।

লুটাইল "জুলু-রাজ* পশুরাজ-বিক্রমে
যুঝিয়া ইংরাজ সনে
দুর্জ্জয় সমর-পণে,
ঘুচাইয়া বন্যজাতি "আফ্রিকের" বিভ্রমে!

লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "জাভায়"†
"আচিনী"‡ সমর-প্রিয়
হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয়!
লুটিয়াছে বার বার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
চীন, শ্যাম, আরবীয়,—ইউরোপের পায়!

পূর্ব্বে যথা হিমালয়-অধিবাসী-দেবতা
করিল অসুরে জয়
ঐশ্বরিক প্রতিভায়,
যার তরে আর্য্য-জাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রতা!

---

* দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক অসভ্য জাতির রাজা শিবাত।

† যবদ্বীপ।

‡ যবদ্বীপনিবাসী জাতি বিশেষ। ইহারা প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ গোলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছে।

সেই ঐশ্বরিক তেজে এ ধরণীমণ্ডলে
উন্নত উন্নতি-পথে,
সদা-সিদ্ধ-মনোরথে,
বিজ্ঞান-বিদ্যুতাভাসে
দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপ-বাসী উপহাসি অচলে !

বেঁধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি,
পবনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁদি,
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি

শূন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী—
আজ্ঞাবহা করি তায়
ঘুরাইছে বসুধায়,
অগাধ অতলস্পর্শ
সিন্ধুতল করি স্পর্শ
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী !

খুলিতে বাণিজ্য-পথ মিশাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল,

ভেদ করি মহীতল,
ভূধর, বালুকামাঠ—দূর করি অন্তরে!

নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ—
কোথা বা সে ভগীরথ!
উপরে অর্ণব পোত
ধারাবাহী বহে স্রোত—
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল যুড়িয়া!

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা!
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেখ মর্ত্ত্য-ভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা!

শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শূন্য-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে,
জলে যথা জল-যান
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমান
কর্ণ দণ্ড পা'ল তুলি গগনের গহনে!

না দিবে থাকিতে রোধ ধরাতল আকাশে,
না কাটি "প্যানেমা"-চল *
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত"-সিন্ধু† হ'তে ঊর্দ্ধে তুলি বাতাসে

নামায়ে "শান্তসাগরে"‡ পূর্ব্বভাবে ভাসাবে !
স্থির করি চপলায়,
নগর-নগরী-কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি-আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে !

বল হে "আসিয়া"-খণ্ড-অধিবাসী যাহারা—
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা ?

---

* উত্তরদক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ যোজক।
† ইউরোপ্ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।
‡ আসিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।

"ইউরোপ্" ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে,
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন্ অংশ তার ধ'রে,
বিরাজিছ এ জগতে ?
সাধিতেছ কোন্ ব্রতে ?
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ?

অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছ পাতালে !
"ইউরোপ্" বাঁধিছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি,—
কেবলি উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে !

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান !—
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হ'বে তখনি ?

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না, বল, দিলা বিধি ?

করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে !

দিয়াছে এতই এরে স্বপনে কখন
"ইউরোপ্" না হেরে তায় !
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য-রতন !

কোথায় সেখানে, হায়, হেন রশ্মি তপনে !
এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশী-কিরণে !

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদেরি হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়—
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানি না রে কেবলি !

অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া"-বাসী
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দূকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা!

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ডে বিজয়ের বাজনা!

পদ্মফুল।

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে শতদল পদ্ম ?

কি আছে ও শ্বেত বর্ণে,
কি আছে ও নীল পর্ণে,
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল!
যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ?

যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটী ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি-বুকে,
ঢল-ঢল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম ?

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর !
কেন, বল, হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম ?

আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল, গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম ?

দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা !
মনে পড়ে কত কথা
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে !
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম ?

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে, শতদল !
হৃদি তোর কি কোমল !
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে ! —
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম ?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহারও শরীর প্রভা
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে ?
এত সুখে চিত্ত কই দেখিনা ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম ?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সেকালে খেলিছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনা ত কই
ওরে ভাবময় পদ্ম ?

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে!
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে !
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম ?

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে ?
অমন সুবাস তুলে
ছোটে কি সুরভিগন্ধ জুঁই মল্লিকার ?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?
হেরে যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে সর-রঞ্জন পদ্ম !

কথাটী ত নাহি মুখে—জান না ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশ, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি,
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ?

কেও কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি !
কেও কি শোনে না বাণী
তোর ও কোমল মুখে ?—আমিই পাগল !
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম ?

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল ?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?

ঘুরিত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশয়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি
এমন সুরভি-শোভা সংসার-লীলায় !
ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায়
হে ক্রীড়াকুশল পদ্ম !

কত বার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী-সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই শুক্লবর্ণ—ভুলে যাই তোরে !
হায়, মোহকর পদ্ম,

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুখায় সে সাধ-লতা !
ভুলি রে সে সব কথা !
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী-ডোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম !

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিম্বা সে আমারি মন,
প্রমাদে হয়ে মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?

যাই হোক্, যে বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্য্যে তোর,
হলে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ নিবাস পদ্ম !

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন !
জানি না বিধির, হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে ?

বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,

তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে !
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

—

রেলগাড়ী।

এসো কে বেড়াতে যা'বে—শীঘ্র কর সাজ্ ;
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ !
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি,
বাক্স, ব্যাগ্, তল্পি ধরি ;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ্ ;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ !

•

অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল !—
মানুষের গাঁদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল !

টকস্ টকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট্ ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
সাড়ী, ধুতী, হ্যাট্, কোটে
ঠেকা ঠেকি—ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নে রে, খোল্, তোল্,
হের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট্, রাজা, রাণী !
অই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং—ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
তুলিল সবুজ্-রঙা পতাকার দোল্।

চলিল পুষ্পকরথ ফু'কারে ফু'কারে,
এখন নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দুধারে—
হরিত বরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঠেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা !

দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,
সৌদামিনী-বাঁধা-হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ্—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

চলুক্ চলুক্ রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর-গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র-পাঁতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,

দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায় !

হের হের তীর্থ-মনে চলেছ যাহারা
পথের দু'ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
অই বৈদ্যনাথ-পথ,
গুছাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর—গয়া-দ্বার,
দণ্ড কত যাক্ যান
পাবে কাশীতীর্থ স্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন !

মানব জনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ—সাবাস্ ইংরাজ !

আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা,
হরিদ্বার, গঙ্গাঝারি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা কাবেরী নদ
কৃষ্ণা-গোদাবরী-পদ,
ঈলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি,
পর্ব্বত শৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন!

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পক রথ ছাড়িছে নিস্বনে!—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,

এবে পরিস্কার পথ
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ,
সিলং, দুর্জ্জয়লিঙ্গ,
সিমিলা-পাহাড়-পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টা-ঘাট,
যেখানে করে গমন
সাধিতে পার হে পণ
পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও—
বাঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও !
ভারত ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ্
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ !

ধন্য রে বিমান ধন্য !
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য !—
কলে জিনিয়াছ কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছে রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন-বেলা,

বেঁধেছ ভারত অঙ্গ
লোহ-জালে করি রঙ্গ,
অস্থর অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে !—
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পারো না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে ?

বিশ্বেশ্বরের আরতি।*

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতরূপ উচ্চারণ এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ' উচ্চারণ করা আবশ্যক।]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজা-পতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে।১

---

* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে, তবে বাঙ্গালাভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই করিয়াছি।

জয় দেব জয় দেব কৈলাস-গিরি-শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কূজয়ে
কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২ জয় দেব জয় দেব
তব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে
শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ ভূষিত নিজ ঈশে
হেরি ভূষিত নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব, চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জয় দেব জয় দেব
নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে অতি সুখিতা
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিত কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থৈ থৈ নাদয়ে মৃদঙ্গ

হিন্দিভাষাতেও বিশ্বেশ্বরের আরতি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সংকলনের ন্যায় উহা পরিশুদ্ধ নহে। এই সংকলন কার্য্যে কলিকাতা শোভাবাজারের৬ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা পরলোকপ্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিব, নাদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং তাং শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত ক্বণুক্বণু ক্বণুক্বণ নিনাদে॥৪
জয় দেব জয় দেব রুণুঝুণু রুণুঝুণু রুণুঝুণু চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিকতা তাং ধিকতা
চখচখ লুপুচুপু লুপুচুপু চখচখ তালধ্বনি করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ ঘন নাদে।৫
জয় দেব জয় দেব নাদয়ে শঙ্খ নিনাদয়ে ঝল্লরি
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরি আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি কমলে
তব মৃদু চরণ-সরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে।৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রহিত সুন্দর জটা কলাপ
পাবকযুত ভাল শিব, পাবকযুত ভাল
বাম-বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত ॥৭
জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়্গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা

মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুরতটিনী উপবীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বরবক্ষে ॥৮ জয় দেব জয় দেব
মনসিজ-ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ শিব, ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ
ত্রিতাপনাশন সাযুজ্যপ্রাপণ ধ্যানে ধারণ করে যে
ভকতে
করে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে এই তব বৃষভ-
ধ্বজ রূপ ।৯
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হর
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে ॥১০
শিব শিব শম্ভো ॥

বাঙালীর মেয়ে।

কে যায় কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বূলে তামাকু রস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা-বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল্,
বলিহারি কিবা সাটী দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কল্কে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা-ছড়ায়ে-বসা,
আঁচলের খুঁট্টি তুলে অঙ্গমলা-ঘষা!
নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায়-বেড়ানী
পেটভরা কূঁজ্‌ড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,

কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান্, নিয়ে যান্, আর যান্ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ-পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ী ছড়া !
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পীঁড়িতে আল্‌পানা,
হদ্দ বাহাদুরি—"ছিরি," বিচিত্র কারখানা !
অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো, নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান ;
পাত্তেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না-এগুতে গ্রন্থ-লেখা-সাধ !
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা, মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা !
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
সমুখে দুধের কড়া—কাটীতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন !
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধরে তোলা,
মদ্গুর-মৎস্যের ঝোলে ধনে বাটা গোলা,
খাড়া বড়ী শাক্ পাতাড়ে বিলক্ষণ টান্,
কালিয়ে কাবাব্ রেঁদে দেমাকে অজ্ঞান !
শাঁখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন্ !
রান্নাঘরে হাওয়া-খাওয়া, গাড়ী-মুদে-যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে-নাওয়া !
বাসর ঘরে ঝুমুর কবি চখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিস্‌সাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে ছেয়ে—
সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙ্গালীর মেয়ে !

ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি-পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ !
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা-সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে ভরা কোল,

ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা-ডাকা, স্বস্ত্যয়ন, পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুঁতুল,
হাট-বাজারে লজ্জাহীনা, ঘরে কুঁড়িফুল !
গুঁড়িকাষ্ঠ, নুড়িশিলা, ভক্তি-পথে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে
দুধটুকু টেনে ন্যান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুঁতুলে সাধ, বাক্স টিনে পেটা !
"র্যাফেল"-বধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা !
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সর্দ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ী—পষ্ট করে ঠার !
আয়েস্ খালি খোঁপা-বাঁধা, নয় বিননো ঝারা,
হদ্দ হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা !
কার্পেটে কার্‌চুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধ্‌তে ডাল !
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুক্‌সাপটে দড়,
হুজ্জুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড় ;

বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস সাবাস নাক চোকের গড়ন ;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা !
ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা-উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা !
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর !
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে ?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !